দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... ৭ ৯'2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬ ......

26

শিবিরের অবরোধে ছাত্রদলের সমর্থন

চবিতে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা ॥ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত

চবি সংবাদদাতা ॥ সোমবার রাতে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে ব্যাপক গুলিবর্ষণের ঘটনার পর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। অগ্রণী ব্যাংক কাপাসগোলা শাখা থেকে ভর্তি ফরম বিক্রি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ এক স্থানীয় যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে শিবিরের অবরোধের প্রতি ছাত্রদল সমর্থন ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সোমবারের ঘটনার পরপরই শিবির ক্যাম্পাসে সশস্ত্র জঙ্গী অবস্থান নিয়েছে। শিবিরের লাগাতার অবরোধে সমর্থন জানিয়ে ছাত্রদল নেতা ও চাকসু এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীমসহ নগর ছাত্রদল নেতারা বিবৃতি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকার বিরোধী ছাত্র একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্র সমাজ ইতোমধ্যেই সর্বদলীয়

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

চবিতে ফের

(১২-এর পাতার পর)

ছাত্রঐক্য গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। আজকালের মধ্যে আন্দোলন কর্মসূচী নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আত্মপ্রকাশ করবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি নগরীর বিভিন্ন কলেজে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের অবস্থান মজবুতে নীলনক্সা এই সংগঠনটি ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করেছে।

এদিকে শিবির আহূত লাগাতার অবরোধের চতুর্থ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস কিংবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২/১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত হলেও কোন প্রশাসনিক কাজকর্ম হয়নি। সোমবার সোহরাওয়ার্দী হলে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্র শিবির প্রক্টর অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।